খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের শক্তি

Lesson 8 for August 22, 2026

আর খ্রীষ্ট যদি উত্থাপিত না হইয়া থাকেন, তাহা হইলে ত আমাদের প্রচারও বৃথা, তোমাদের বিশ্বাসও বৃথা।আবার আমরা যে ঈশ্বরের সম্বন্ধে মিথ্যা সাক্ষী, ইহাই প্রকাশ পাইতেছে; কারণ আমরা ঈশ্বরের বিষয়ে এই সাক্ষ্য দিয়াছি যে, তিনি খ্রীষ্টকে উত্থাপন করিয়াছেন; কিন্তু যদি মৃতগণের উত্থাপন না হয়, তাহা হইলে তিনি তাঁহাকে উত্থাপন করেন নাই।কেননা মৃতগণের উত্থাপন যদি না হয়, তবে খ্রীষ্টও উত্থাপিত হন নাই।আর খ্রীষ্ট যদি উত্থাপিত না হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তোমাদের বিশ্বাস অলীক, এখনও তোমরা আপন আপন পাপে রহিয়াছ।

- ১ করিন্থীয় ১৫:১৪-১৭ পদ

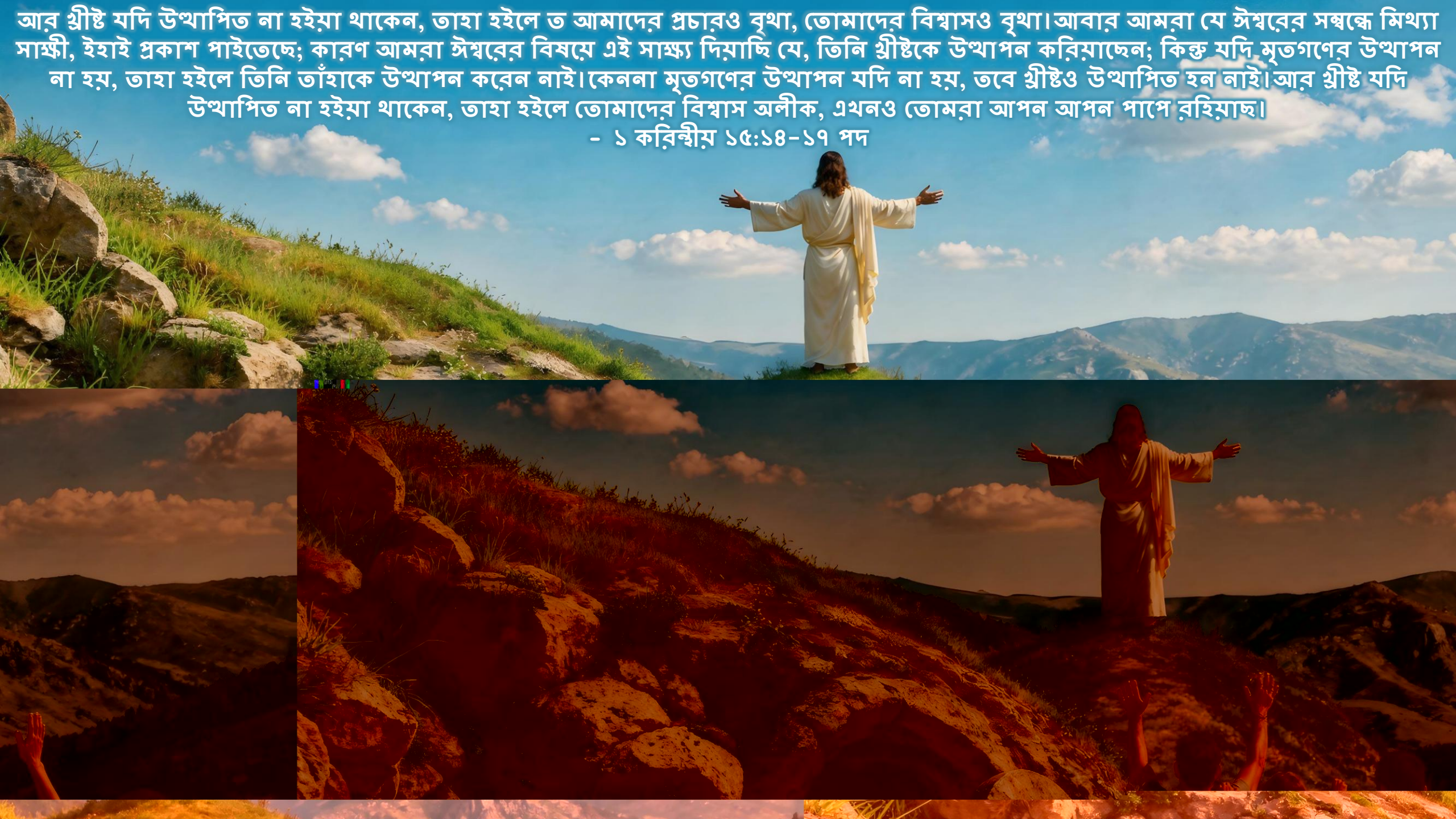

গ্রীক দর্শন অনুযায়ী—প্লেটোনিক তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে—মূলত মন্দ বা খারাপ শরীর হলো এক অমর আত্মার বন্দিশালা বা কারাগার মাত্র। এই চিন্তাধারা বিবেচনা করলে, গ্রীক বা রোমানদের কাছে শরীরের পুনরুত্থানের কী অর্থ ছিল?

এই কারণেই করিন্থীয় মণ্ডলীর একটি অংশ পুনরুত্থানের অস্তিত্বকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। পৌল (Paul) কোরিন্থীয়দের কাছে লেখা তাঁর প্রথম পত্রের ১৫তম অধ্যায়ে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন।

এটি কোনো সামান্য বিষয় নয়। পুনরুত্থান সরাসরি পরিত্রাণের (মুক্তি) সাথে যুক্ত। যদি কোনো পুনরুত্থান না থাকে... তবে সুসংবাদ (gospel) প্রচার করার অর্থই বা কী?

যীশুর পুনরুত্থান

পুনরুত্থান কি একটি ঐতিহাসিক ঘটনা ছিল?

(১ করিন্থীয় ১৫:১-১১)

যীশুর পুনরুত্থানের পরিণতি

যদি খ্রীষ্ট মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত না হতেন?

(১ করিন্থীয় 15:12-19)

পুনরুত্থানের নিশ্চয়তা কী?

(১করিন্থীয় ১৫:২০-৩৪)

আমাদের পুনরুত্থান

কোন দেহে আমরা পুনরুত্থিত হব?

(১ করিন্থীয় ১৫:৩৫-৪৯)

আমাদের পুনরুত্থান কখন হবে?

(১ করিন্থীয় ১৫:৫০-৫৮)

যীশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থান

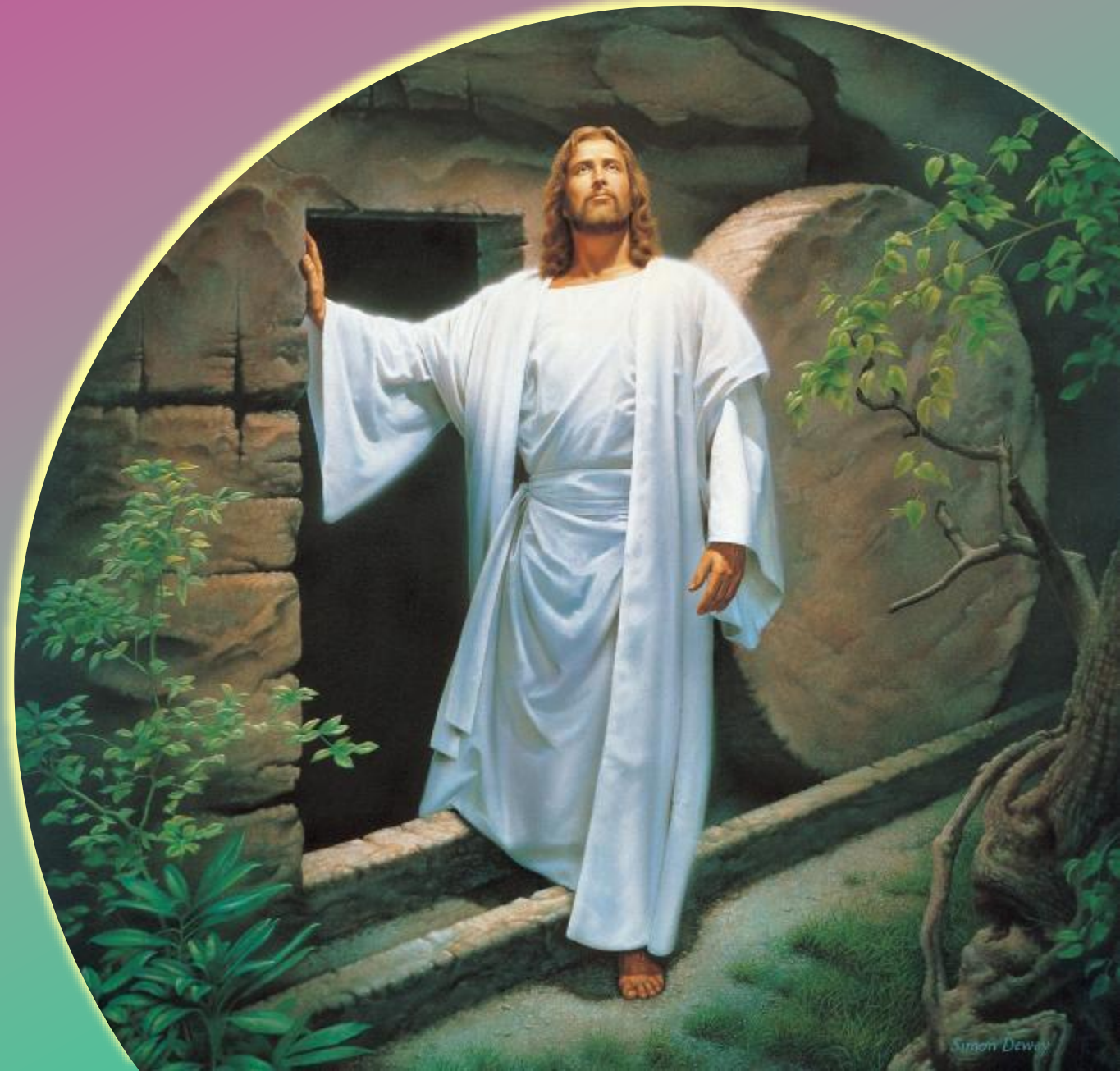

পুনরুত্থান কি একটি ঐতিহাসিক ঘটনা ছিল?

"ফলতঃ প্রথম স্থলে আমি তোমাদের কাছে এই শিক্ষা সমর্পণ করিয়াছি, এবং ইহা আপনিও পাইয়াছি যে, শাস্ত্রানুসারে খ্রীষ্ট আমাদের পাপের জন্য মরিলেন, ও কবর প্রাপ্ত হইলেন,আর শাস্ত্রানুসারে তিনি তৃতীয় দিবসে উত্থাপিত হইয়াছেন;" (১ করিন্থীয় ১৫:৩-৪)

পুনরুত্থান সম্বন্ধে করিন্থীয়দের মনে যে সন্দেহ ছিল, তার সমাধান করার আগে পৌল তাদের স্মরণ করিয়ে দেন যে সুসমাচার কীভাবে কাজ করে (১ করিন্থীয় ১৫:১-২)।

এটা প্রচার করা হয় → এটি প্রাপ্ত হয় → একজন তাতে অধ্যবসায়ী → পরিত্রাণ লাভ করা যায়

আর যে সুসমাচার প্রচার করা হয়, তা কী? (১ করিন্থীয় ১৫:৩-৪)

খ্রীষ্ট আমাদের পাপের জন্য মারা গেছেন → খ্রীষ্টকে সমাধি দেওয়া হয়েছিল → খ্রীষ্ট তৃতীয় দিনে পুনরুত্থিত হয়েছিলেন

আর আমরা কীভাবে জানব যে পুনরুত্থান একটি ঐতিহাসিক ঘটনা ছিল? পুনরুত্থিত যীশুকে কে কে দেখেছিলেন? (১ করিন্থীয় ১৫:৫-৮)

পিতর এবং বারো জন প্রেরিত → ৫০০ জনেরও বেশি ভাইবোন → যাকোব এবং প্রেরিতগণ → পৌল অপরিণত সন্তান

পৌল এটি স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে সুসংবাদ (সুসমাচার) হলো ঈশ্বরের কাজ, যা "শাস্ত্রানুসারে" সম্পন্ন হয়েছে। অর্থাৎ, এটি একটি পূর্বনির্ধারিত পরিকল্পনা, যেখানে পুনরুত্থান একটি মৌলিক ভূমিকা পালন করে। কারও কি কোনো সন্দেহ আছে? তারা যেন সেই সাক্ষীদের কাছে জিজ্ঞাসা করে, যারা সে সময়ে তখনও জীবিত ছিলেন!

যীশুর পুনরুত্থানের ফলাফল

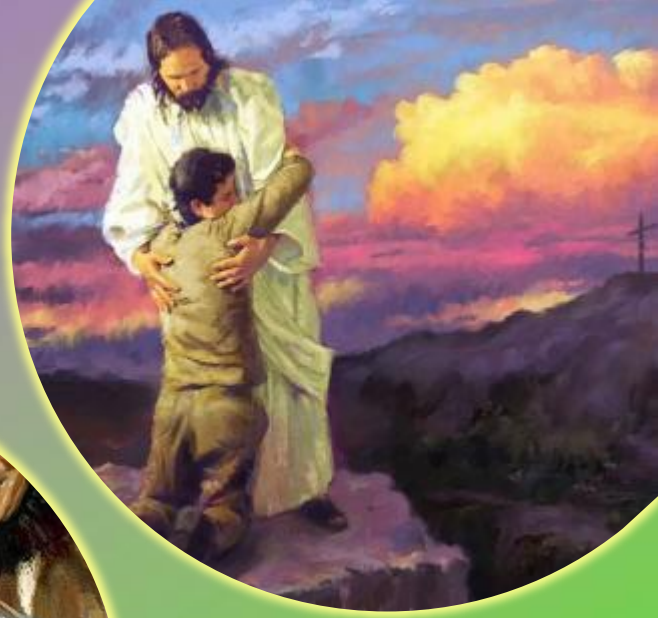

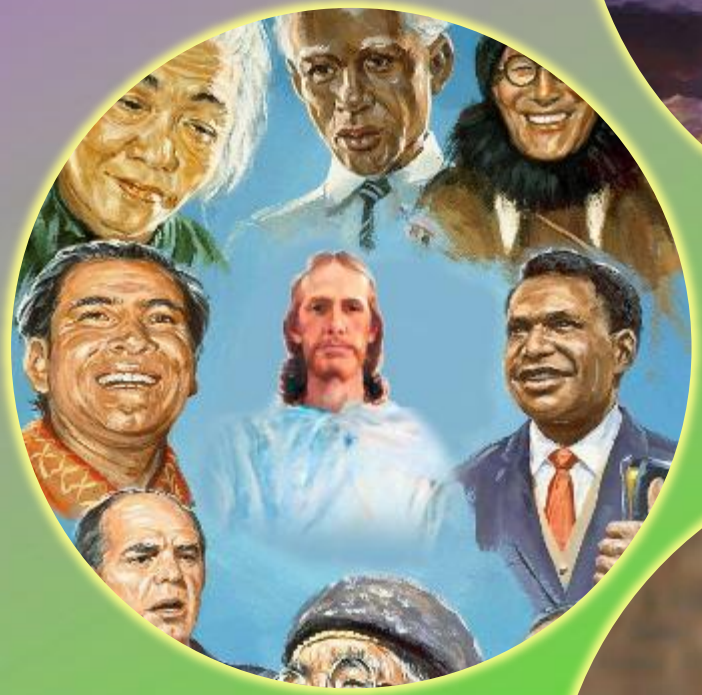

যদি খ্রীষ্ট মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত না হতেন, তাহলে কী হতো?

"আর খ্রীষ্ট যদি উত্থাপিত না হইয়া থাকেন, তাহা হইলে ত আমাদের প্রচারও বৃথা, তোমাদের বিশ্বাসও বৃথা।" (১ করিন্থীয় ১৫:১৪)

পুনরুত্থানের সম্ভাবনাকে অস্বীকার করা খ্রিস্টান বিশ্বাসের সাথে একটি অসঙ্গতি তৈরি করে, যেহেতু "মৃতদের পুনরুত্থান না হলে, খ্রীষ্ট পুনরুত্থিত হন না" (১ করিন্থীয় ১৫:১২-১৩)। আর যদি যীশু না উঠতেন...

- সুসমাচার প্রচার বৃথা [অর্থের শূন্য] (১ করিন্থীয় ১৫:১৪ক)
- আমাদের বিশ্বাস নিরর্থক [অর্থের খালি] (১ করি. ১৫:১৪ খ) [অকেজো](১ করিন্থীয় ১৫:১৭ক)
- আমরা মিথ্যা সাক্ষী (১ করিন্থীয় ১৫:১৫)
- আমরা এখনও আমাদের পাপের মধ্যেই আছি (১ করিন্থীয় ১৫:১৭খ)
- যারা মারা গেছে তারা আর কখনও জীবনে ফিরে আসবে না (১ করিন্থীয় ১৫:১৮)

পুনরুত্থান ব্যতীত, যীশু নিছক একজন ধার্মিক ব্যক্তি যিনি কারণ ছাড়াই মৃত্যু হয়েছেন, কিন্তু রক্ষা করতে অক্ষম। "কিন্তু এখন খ্রীষ্ট মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হয়েছেন" (১ করিন্থীয় ১৫:২০ক)। আমরা একটি জীবিত পরিত্রাতা আছে.

এই কারণে, সুসমাচার অর্থবোধ করে; আমাদের বিশ্বাসও তাই; আমরা বিশ্বস্ত সাক্ষী; আমাদের পাপ ক্ষমা করা হয়; এবং খ্রীষ্টে মৃতরা আবার জীবিত হবে।

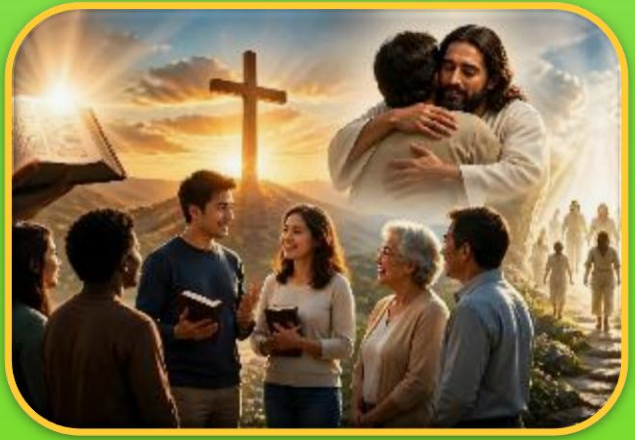

পুনরুত্থানের নিশ্চয়তা কী?

"কিন্তু বাস্তবিক খ্রীষ্ট মৃতগণের মধ্য হইতে উত্থাপিত হইয়াছেন, তিনি নিদ্রাগতদের অগ্রিমাংশ।"
(১ করিন্থীয় ১৫:২০)

যীশুর পুনরুত্থান দ্বারা নিশ্চিত প্রথম সত্যটি হলো এই যে, আমাদের মধ্যে যারা পরিত্রাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি – আদম থেকে জগতের শেষ পর্যন্ত – যদি আমরা মারা যাই, তবে আমরা আবার জীবিত হব (১ করিন্থীয় ১৫:২০–২৩)।

আমাদের পুনরুত্থানের পর কী ঘটবে? মৃত্যুকে পরাজিত করার মাধ্যমে, যীশু তাঁর সমস্ত শত্রুকে জয় করবেন (১ করিন্থীয় ১৫:২৫–২৬)। তারপর, যীশু সবকিছু পিতার অধীন করবেন, যেন "ঈশ্বরই সর্বেসর্বা হন" (১ করিন্থীয় ১৫:২৪, ২৮)।

এই ভবিষ্যতের গ্যারান্টিগুলি ছাড়াও, পল আমাদের দুটি গ্যারান্টি দেয় যা আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে প্রভাবিত করে:

১ করিন্থীয় ১৫:৩০–৩২

সুসমাচার প্রচার করা সার্থক, এমনকি যদি এর সাথে দুঃখকষ্ট বা বিপদ জড়িত থাকে।

১ করিন্থীয় ১৫:৩৩-৩৪

বাইবেলের নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবনযাপন করা সার্থক।

আমাদের পুনরুত্থান

কোন দেহ নিয়ে আমরা পুনরায় জীবিত হব?

"মৃতগণের পুনরুত্থানও তদ্রূপ। ক্ষয়ে বপন করা যায়, অক্ষয়তায় উত্থাপন করা হয়; অনাদরে বপন করা যায়,"
(১ করিন্থীয় ১৫:৪২)

পুনরুত্থিত দেহ সম্পর্কে উপমা:

উদ্ভিদের শাখা
(১ করিন্থীয় ১৫:৩৫-৩৮)

- বীজ বপন করা হয়

- শস্য কাটা হয়

- ঈশ্বর প্রতিটি উদ্ভিদের দেহ দেন যা তিনি চান।

পার্থিব দেহ
(১ করিন্থীয় ১৫:৩৯)

- পুরুষের দেহ

- পশুর দেহ

- মাছের শরীর

- পাখির দেহ

স্বর্গীয় দেহ
(১ করিন্থীয় ১৫:৪০-৪১)

- সূর্যের মহিমা

- চাঁদের মহিমা

- তারাদের মহিমা

- প্রত্যেকে, তার নিজস্ব গৌরব (প্রতিভা)

কোন দেহে আমাদের পুনরুত্থান হবে?

"মৃতগণের পুনরুত্থানও তদ্রূপ। ক্ষয়ে বপন করা যায়, অক্ষয়তায় উত্থাপন করা হয়; অনাদরে বপন করা যায়,"
(১ করিন্থীয় ১৫:৪২)

বর্তমান দেহ এবং পুনরুত্থিত দেহের মধ্যে পার্থক্য কী?
(১ করিন্থীয় ১৫:৪২-৪৪)

বর্তমান শরীর	পুনরুত্থিত শরীর
দুর্নীতিগ্রস্ত	Incorrupt
অসম্মানজনক	মহিমান্বিত
দুর্বল	শক্তিশালী
পশু	আধ্যাত্মিক

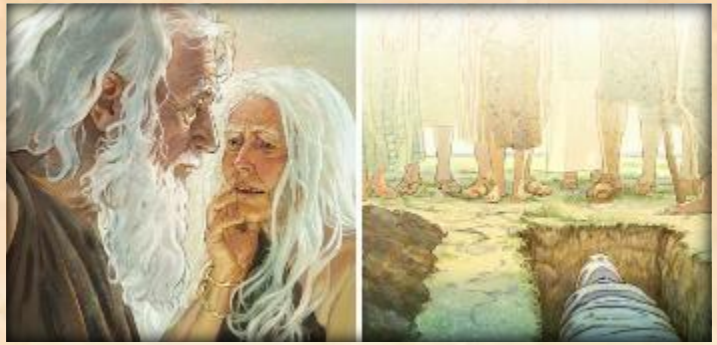

আদমের একটি পার্থিব দেহ ছিল, দ্বিতীয় আদমের [যীশুর] একটি স্বর্গীয় দেহ। পুনরুত্থানে, আমাদের দেহ খ্রীষ্টের দেহের সাদৃশ্যে রূপান্তরিত হবে, অর্থাৎ, অবিনশ্বর, মহিমান্বিত, শক্তিশালী, আত্মিক, স্বর্গীয় (১ করিন্থীয় ১৫:৪৫-৪৯)।

কখন আমরা পুনরুত্থিত হব?

"দেখ, আমি তোমাদিগকে এক নিগূঢ়তত্ত্ব বলি; আমরা সকলে নিদ্রাগত হইব না, কিন্তু সকলে রূপান্তরীকৃত হইব;"
(১ করিন্থীয় ১৫:৫১)

পুনরুত্থানের সময় এবং সেই সময়ে আমাদের দেহের কী হবে তা নির্ধারণ করার আগে, পৌল বলেছেন যে, "রক্তমাংস ঈশ্বরের রাজ্যের অধিকারী হতে পারে না" (১ করিন্থীয় ১৫:৫০)। এর অর্থ কি এই যে, পুনরুত্থানের পর আমাদের কোনো শারীরিক দেহ থাকবে না?

"রক্তমাংস" শব্দটি সর্বদা "ব্যক্তি" শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয় (মথি ১৬:১৭; গালাতীয় ১:১৬; ইফিষীয় ৬:১২; ইব্রীয় ২:১৪)। পৌল এখানে একটি সাদৃশ্য টানছেন: পৃথিবীর অধিবাসী = নশ্বর; স্বর্গের অধিবাসী = অক্ষয়। এখানে আমাদের একটি দেহ আছে যা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং, তাই, আমরা এটিকে স্বর্গে নিয়ে যেতে পারি না।

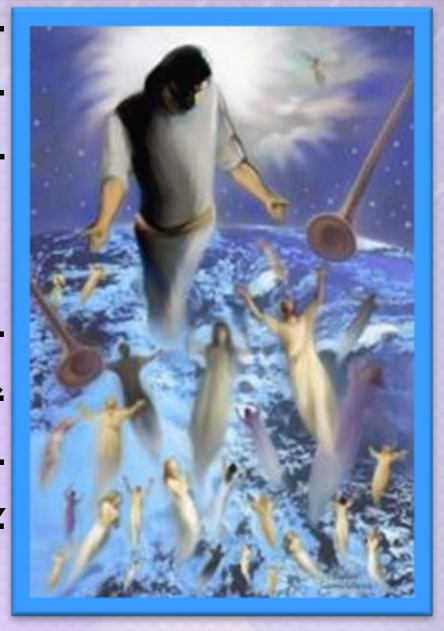

দ্বিতীয় আগমনে, এই ক্ষয়শীল দেহ এক অবিনশ্বর দেহে রূপান্তরিত হবে, ঠিক সেই দেহের মতো যা দিয়ে যিশু পুনরুত্থিত হয়েছিলেন (১ করিন্থীয় ১৫:৫১-৫৫; লূক ২৪:৩৬-৪০)।

যারা যীশুতে নিদ্রা যায়, তাদের কাছে মনে হবে যেন মাত্র এক মুহূর্ত অতিবাহিত হয়েছে। এক সেকেন্ড আগেও তারা মৃত্যুর শীতলতা অনুভব করেছিল, আর এখন তারা যীশুকে আসতে দেখছে (১ করিন্থীয় ১৫:৫২)।

EGW (The Faith I Live By, June 23)

"যীশুর পুনরুত্থান ছিল তার মধ্যে যারা ঘুমিয়েছে তাদের সকলের চূড়ান্ত পুনরুত্থানের একটি নমুনা। পরিত্রাতার উত্থিত দেহ, তাঁর নির্বাসন, তাঁর বক্তব্যের উচ্চারণ সবই তাঁর অনুসারীদের কাছে পরিচিত ছিল। একইভাবে যারা যীশুতে ঘুমাচ্ছেন তারা আবার জেগে উঠবেন। শিষ্যরা যেমন যীশুকে চিনতেন, আমরা আমাদের বন্ধুদেরও জানব। যদিও তারা এই রোগে বিকৃত বা বিকৃত হয়ে থাকতে পারে, তবুও তাদের জীবন বিকৃত ছিল। পুনরুত্থিত এবং মহিমান্বিত দেহে তাদের স্বতন্ত্র পরিচয় পুরোপুরি সংরক্ষিত হবে এবং আমরা চিনতে পারব, যীশুর মুখ থেকে আলোকিত আলোয় উজ্জ্বল মুখের মধ্যে, যাদেরকে আমরা ভালোবাসি তাদের অনুষঙ্গ।"